بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৪শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কিত কিছু রেওয়ায়েত এবং এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সত্যবাদিতার উন্নত মানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শ এবং মু'মিনদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন উপদেশ প্রদানের বিষয়ে বিগত খুতবায় আলোচনা করা হয়েছিল; আজও এ বিষয়ে আলোচনা করব। তিনি (সা.) আমাদেরকে সত্যবাদিতার কোন্ মানে দেখতে চেয়েছেন তা একটি হাদীস থেকে সহজেই অনুমেয়। যেমন, তিনি (সা.) বলেন, **"কোনো ব্যক্তির মিথ্যবাদী হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে"**। এটি বর্তমান যুগের মানুষের মাঝে হরহামেশাই দেখা যায়, এমনকি জামা'তের সদস্যদের মাঝেও কখনো কখনো এটি লক্ষ করা যায়। আরেকটি হাদীসে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.)-এর নিকট তাঁর সাহাবীদের মিথ্যার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় বিষয় আর কিছুই ছিল না। কেউ মিথ্যা বললে তিনি তা মনে রাখতেন এবং অনেক কষ্ট পেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তিনি (সা.) বুঝতে পারতেন যে, সে সঠিকভাবে তওবা করেছে এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করেছে।**

এক মহিলা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করে, আমার এক সতীন আছে। আমি যদি তার কাছে আমার স্বামীর পক্ষ থেকে অধিক পরিমাণে সম্পদ ভোগের বহিঃপ্রকাশ করি যা প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে প্রদান করেননি, শুধুমাত্র তাকে ঈর্ষান্বিত করার উদ্দেশ্যে করি, তাহলে কি আমার পাপ হবে? মহানবী (সা.) বলেন, **যে ব্যক্তি সেই বিষয়ে, যা তাকে প্রদান করা হয়নি অতিরঞ্জিতভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় সে এমন, যেন মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধান করে রেখেছে অর্থাৎ, সে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।** আরেক হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, **চারটি বিষয় যার মাঝে রয়েছে সে পূর্ণ মুনাফিক আর যার মাঝে এর একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তার মাঝেও কপটতার বৈশিষ্ট্য থাকবে যতক্ষণ না সে এটি পরিত্যাগ করে। এ চারটি বিষয় হলো, আমানতের খিয়ানত করা, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, এবং ঝগড়া বিবাদের সময় গালিগালাজ করা।** এ বিষয়গুলো কোনো না কোনোভাবে সরাসরি মিথ্যার সাথে সম্পর্কিত অথবা এ বিষয়গুলোর মাধ্যমে মিথ্যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অতএব, আমাদেরও এ বিষয়ে নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **"যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে, তখন সে যে মিথ্যারূপ অপরাধটি করেছে তার দুর্গন্ধের কারণে ফিরিশ্তা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।"** একবার মহানবী (সা.) শস্যভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেটিতে হাত দিয়ে দেখেন ভেতরের শস্য ভেজা। তিনি (সা.) বলেন, শস্য ভেজা কেন? এর মালিক বলে, বৃষ্টির পানি পড়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে ভেজা শষ্য ওপরে রাখোনি কেন? যদি এর ওপর বৃষ্টির পানি পড়ে থাকে তাহলে ভেজা শষ্য ওপরে রাখো যেন লোকেরা এটি দেখে ক্রয় করতে পারে। **যে ধোঁকাবাজি করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।** অতএব, কত সূক্ষ্মভাবে তিনি (সা.) আমাদের তরবীয়ত করেছেন। আজ আমরা যারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী হিসেবে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনয়নের ঘোষণা প্রদান করি, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজে সত্যের উন্নত মান বজায় থাকা উচিত, নতুবা মহানবী (সা.) বলেছেন, এমনটি না হলে তোমরা আমার অন্তর্ভুক্ত নও। আমাদেরকে এসব বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আরবের শত শত বছরের ইতিহাসে গোটা জাতির ঐকমত্যে একই ব্যক্তিকে যুগপৎ 'আমীন' এবং 'সাদিক' উপাধিতে ভূষিত করা প্রতীয়মান করে যে, তাঁর (সা.) বিশ্বস্ততা ও সততা– দু'টি চারিত্রিক গুণই এত উন্নত মার্গের ছিল যে, সমস্ত আরববাসীর জানামতে অন্য কোনো ব্যক্তির মাঝে তাঁর (সা.) তুলনা পাওয়া যায়নি। আর সমগ্র পৃথিবীতে আরবরা তাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির জন্য ছিল অনন্য, স্বতন্ত্র্য। কাজেই যে বিষয়টিকে তারা বিরল বলে আখ্যা দেয় সেটি নিশ্চিতরূপেই পৃথিবী জুড়েও দুর্লভ বলেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন, মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীকে এ বিষয়টি অবহিত করেন যে, আমার প্রতি এমন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তখন স্ত্রী মোটেও এ কথা বলেননি যে, আমাকে কেমন বোকা বানাচ্ছে বা আমার সাথে প্রতারণা করছে বরং তিনি বলেন, আপনি বিচলিত হবেন না, আপনি যা কিছু দেখেছেন তা ঠিক দেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন না, কেননা **আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, আপনি অসহায়দের সাহায্য করেন, আপনি হারিয়ে যাওয়া পুণ্যসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আপনি অতিথি আপ্যায়ন করেন, সত্যের সাহায্য বা সমর্থন করেন**। এরপর মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী তাঁকে নিয়ে নিজের চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেল-এর নিকট যান, যিনি একজন খ্রিস্টান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এ বিষয়টি শোনামাত্রই বলেন, **এটি এমন ওহী, যা মূসার প্রতি নাযিল হয়েছিল আর এটিতে এমন নির্দেশমালা পাওয়া যায়, যেমনটি মূসার ওহীতে বিদ্যমান ছিল**। এরপর তিনি (রা.) বলেন, বাড়ীতে মহানবী (সা.)-এর বালক বয়সি একজন চাচাতো ভাই ছিল, যে তবলীগের ভালো মাধ্যম হতে পারতো। যখন সে তার ভাই ও ভাবীকে অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত খাদীজা (রা.)-কে অনেক সাবধানে কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে শোনে তখন সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়ে এ কথা বলে যে, **আমিও বিশ্বাস করি, আপনি সত্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আপনার সাথে এই বাক্যালাপ করেছেন এবং আপনাকে জগতের সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন**। এরপর তিনি একজন মুক্ত ক্রীতদাসের সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন, যিনি তাঁর সচ্চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজের পিতা-মাতাকে ছেড়ে তাঁর (সা.) দ্বারে পড়ে থাকতেন অর্থাৎ, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনিও যখন সেই চুপিসারে হওয়া কথপোকথন শোনেন এবং নিজের মনিবের চেহারায় চিন্তার ভাজ দেখতে পান তখন সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের মনিবের চাদর টেনে ধরেন এবং বলেন '**হে আমার মনিব! আপনি যা দেখেছেন তাই হবে অর্থাৎ, আপনি যা বলেছেন তা সত্য এবং যা দেখেছেন তা সত্য। আপনার মতো মানুষের সাথে প্রকৃতি কখনো প্রতারণা করতে পারে না। আপনি তো মূর্তিমান সত্য। প্রকৃতি আপনার সাথে কীভাবে প্রতারণা করতে পারে। এখন সেই সময় এসে গেছে যখন আপনার হাতে জগতের সংশোধন হবে। আমাকেও আপনার সাথে থাকার এবং সেবা করার সুযোগ দিন**। এছাড়া তাঁর একজনই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি যখন শোনেন, তার বন্ধু ভিত্তিহীন বা কাল্পনিক কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে আর মানুষ বলছে, হয়তো তাঁর মস্তিস্ক বিভ্রাট হয়েছে, তখন তিনি দৌড়ে তাঁর কাছে যান এবং দরজা খুলে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন **'আমি যা শুনেছি তা কি সঠিক?'** তিনি (সা.) যখন তার সামনে নিজের দাবির বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চান তখন তিনি বলেন, **আল্লাহ্ তা'লার কসম! আপনি কোনো দলীল দেবেন না, আপনি শুধু এটি বলুন যে, এ কথা সত্য কিনা?** ইতিবাচক উত্তর পেয়ে তিনি তাঁর সত্যায়ন করে বলেন, **'হে আমার সত্যবাদী বন্ধু! আমি আপনার রিসালাতের প্রতি ঈমান আনছি।**

এরপর মহানবী (সা.)-এর আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, একজন সত্যবাদী ও সৎ ব্যক্তির সত্যতার প্রমাণগুলোর মধ্যে একটি শক্তিশালী

প্রমাণ হলো তার নফস বা নিজ সত্তা, যা চিৎকার করে বলে, বিরোধী ও সমর্থকদের সম্বোধন করে বলে, পরিচিত ও অপরিচিতদের বলে, বিজাতীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের বলে, আমাকে দেখো এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বলার পূর্বে চিন্তা করে দেখো, তোমরা কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারো? আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলে তোমাদের হাত থেকে সেসব উপায়-উপকরণ হাতছাড়া হয়ে যাবে, যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা কোনো বিষয়ের সত্যতা যাচাই করো? আমাকে প্রতারক আখ্যা দিলে কি তোমাদের সেসব পথ বন্ধ হয়ে যাবে না, যা অতিক্রম করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, মহানবী (সা.) এই ঘোষণা দিচ্ছেন, কেউ কি আছে যে বলতে পারে, আমি কখনো মিথ্যা বলেছি, অত্যাচার করেছি, ফন্দি এঁটেছি বা ধোঁকা দিয়েছি অথবা কারো অধিকার খর্ব করেছি কিংবা নিজেকে বড়ো প্রমাণ করতে চেয়েছি বা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছি? প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে পরীক্ষা করেছ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাকে পরখ করেছ, কিন্তু সর্বদা আমার পদক্ষেপ ভারসাম্যপূর্ণ দেখেছ; এবং আমাকে সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র পেয়েছ। এমনকি শত্রুমিত্র সবার কাছ থেকে আমি 'আমীন' (তথা বিশ্বস্ত) ও 'সাদিক' (তথা সত্যবাদী) উপাধি পেয়েছি। ব্যাপার কী! কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তো আমি বিশ্বস্ত ছিলাম, সত্যবাদী ছিলাম, ন্যায়পরায়ণ ছিলাম, মিথ্যা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিলাম, সত্যের জন্য নিবেদিত ছিলাম, বরং সত্য আমাকে নিয়ে গর্ব করত; প্রতিটি বিষয়ে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখতে এবং আমার প্রতিটি কথা তোমরা গ্রহণ করতে; কিন্তু আজ এক দিনে এমন কী পরিবর্তন হয়ে গেল যে, আমি নিকৃষ্টতম ও অপবিত্রতম হয়ে গেলাম! শুধু একটি দাবির কারণে? আমি কোনোদিন কোনো মানুষের নামে মিথ্যা অপবাদ দেই নি, আর এখন কি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যারোপ করতে শুরু করেছি? এত বড়ো পরিবর্তন ও এমন রূপান্তরের কোনো উদাহরণ কি প্রকৃতির বিধানে কোথাও পাওয়া যায়? যদি এক-দুদিনের ব্যাপার হতো তবে তোমরা বলতে পারতে, লোক-দেখানোর জন্য এমনটা করছে। যদি এক-দুছরের বিষয় হতো তবে তোমরা বলতে পারতে, আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য সে এই পথ অবলম্বন করেছে; কিন্তু আমি তো আমার পুরো জীবন তোমাদের মাঝে কাটিয়েছি। শৈশব তোমরা দেখেছ, যৌবন তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ, প্রৌঢ়ত্ব অর্থাৎ বার্ধক্য যখন শুরু হয় সেই সময়ও তোমাদের চোখের সামনে কেটেছে।

হুযূর (আই.) পরিশেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির বরাতে বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার গভীর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা যে, তিনি মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং এমন সময় পাঠিয়েছেন যখন অজ্ঞতা চরমে পৌঁছেছিল আর তারপর তিনি (সা.) এই পশুদের মানুষ বানিয়েছেন। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও মহানবী (সা.) সেই উত্তম আদর্শে পরিচালিত হওয়ার এবং পবিত্র কুরআন ও তাঁর (সা.) নির্দেশাবলি অনুযায়ী আমল করে সত্যের মানদণ্ডকে সুউচ্চ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)